STUDY MATERIAL FOR SEM-6 SANSKRIT HONS STUDENTS

TEACHERS`NAME- ARPITA PRAMANIK

DEPARTMENT OF SANSKRIT

K.C.COLLEGE, HETAMPUR, BIRBHUM

DATE-11-4-2020

TOPIC- SANSKRIT KARAK (KARMAKARAK)

PAPER- CC-14

৩। সূত্র ও বৃত্তির উদ্ধৃতি দিয়ে কর্মের লক্ষণ দাও। সূত্রে কতুঃ, তমপ্ ও কর্মগ্রহণের তাৎপর্য নির্দেশ কর। ২+৮=১০

ভগবান্ পাণিনি তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে কর্মের লক্ষণ বিধায়ক যে সূত্রটি করেছেন তা হল-- **''কর্তরীপ্সিততমং কর্ম''(১।৪।৪৯)। ''কারকে''(১।৪।২৩) এই অধিকার সূত্রটি এই সূত্রে অধিকৃত হবে। ফলে সম্পূর্ণ সূত্রটি হবে--''কারকে কর্তরীপ্সিততমং কর্ম''। সম্পূর্ণ সূত্রটির অর্থ দাঁড়ায়--কর্তা তার ক্রিয়ার দ্বারা যা সবচেয়ে বেশী করে পেতে চায় তা কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করে। আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত এই সূত্রের বৃত্তিতে বলেছেন-- **'কতুঃ ক্রিয়য়া আপ্তুমিষ্টতমং কারকং কর্মসংজ্ঞং স্যাৎ।''**যেমন- বালকঃ অন্নং খাদতি। এই বাক্যে 'বালকঃ' নামক কর্তার সর্বাধিক ঈপ্সিত হল অন্ন। তাই 'অন্নম্' পদটি কর্মকারক সংজ্ঞা লাভ করেছে।

******সূত্রে প্রতিটি পদের সার্থকতা থাকা চাই। অকারণে কোনো পদ সূত্রের মধ্যে প্রবেশ করলে তা গৌরব দোষে দুষ্ট হয়ে থাকে। তাই এখন আলোচ্য সূত্রে প্রতিটি পদের সার্থকতা প্রতিপাদন করা হচ্ছে----------

''কর্তরীপ্সিততমং কর্ম''(১।৪।৪৯) সূত্রটিকে ভাঙলে আমরা পাব-কতুঃ+ঈপ্সিত-তমম্ কর্ম। সূত্রে প্রথমে 'কতুঃ পদটির সার্থকতা প্রতিপাদন করা হয়েছে। সূত্রে কতু পদটির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--**''কতুঃ কিম্ ? মাষেষ্বশ্বং বধ্নাতি। কর্মণ ঈপ্সিতা মাষা ন তু কতুঃ''।** সূত্রে 'কতুঃ' পদটি দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে, কেবলমাত্র কর্তার ঈপ্সিততমই কর্ম হবে, কর্ম প্রভৃতির ঈপ্সিততম নয়। কতুঃ না থাকলে যেকোনো কারকের ঈপ্সিততম কর্ম হত। যেমন--প্রভুঃ মাষেষু অশ্বং বধ্নাতি। এই বাক্যে 'বধ্নাতি' ক্রিয়ার কর্তা প্রভু। বন্ধনবিষয়ে বন্ধনকর্তার ঈপ্সিততম হল অশ্ব, মাষ নয়। তাই অশ্ব কর্ম। কর্মে দ্বিতীয়া হয়ে 'অশ্বম্'। এই কর্ম যে অশ্ব তার আবার ঈপ্সিততম হল মাষকড়াই। অশ্ব মাষভক্ষণ করুক এই উদ্দেশ্যেই বন্ধনকর্তা মাষ কড়াই এর ক্ষেত্রে অশ্বকে বন্ধন করছে---**'মাষান্ ভুঙ্ক্তামশ্ব ইতি মাষেষু অশ্বং বধ্নাতি'**। অতএব, ঊহ্য ভোজন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে অশ্ব কর্ত ও মাষ কর্ম। কিন্তু বন্ধন ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধে অশ্ব কর্ম ও মাষ কর্মের ঈপ্সিততম। এখন সূত্রে যদি 'কতুঃ' অর্থাৎ কর্তার এই পদের উল্লেখ না করে কেবলমাত্র ''ঈপ্সিততমং কর্ম'' এরূপ সূত্র করা হত তাহলে কর্মের ঈপ্সিততমেও অর্থাৎ মাষেও কর্মত্বের প্রাপ্তি হত। সেটা নিবারণের জন্যই সূত্রে 'কতুঃ'

পদটির প্রয়োজন আছে। আর ‘মাষ’ বন্ধনক্রিয়ার ‘আধার’ হওয়ায় অধিকরণে সপ্তমী হয়েছে। নিম্নে রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি দেখানো হল-----

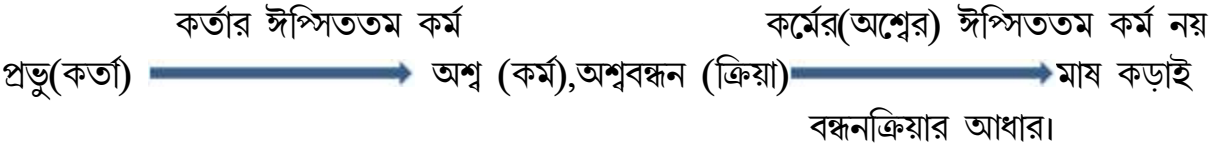

দ্বিতীয়তঃ, সূত্রে ‘ঈপ্সিততমম্’ এই পদে অতিশায়নার্থক ‘তমপ্’ প্রত্যয়ের সার্থকতা প্রতিপাদন করে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত বলেছেন---**‘‘তমব্গ্রহণং কিম্ ? পয়সা ওদনং ভুঙ্ক্তে।’’** সূত্রে ‘তমব্’ গ্রহণ করা হল কেন ? কেবল ‘ঈপ্সিত’ বললেই যদি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় তবে সূত্র বড় করার কারণ কী ? উত্তরে বলা হয়েছে- সব ঈপ্সিততমই ঈপ্সিত কিন্তু সব ঈপ্সিতই ঈপ্সিততম নয়। সূত্রের বিবক্ষা হল ঈপ্সিততমে কর্মত্ববিধান , ঈপ্সিতমাত্রে নয়। তাই ‘তমব্’ গ্রহণ আবশ্যক। যেমন- ‘বালকঃ পয়সা ওদনং ভুঙ্ক্তে’(বালক দুধ মাখা ভাত খাচ্ছে)। এখানে ‘পয়ঃ’ ও ‘ওদন’ দুইই বালকের ঈপ্সিত। ঈপ্সিততম কিন্তু ওদন। পয়ঃ ওদনের স্বাদবর্ধক উপকরণ মাত্র। মুখ্যতঃ ওদন ভক্ষণেই বালকের প্রবৃত্তি। পয়ঃ ওদনের কিছু গুণ সংযোজন করে মাত্র। এখন সূত্রে যদি ‘তমব্’ গ্রহণ না করে কেবল ‘‘কতুরীপ্সিত কর্ম’’ এরূপ সূত্র করা হত তাহলে পয়ঃ এবং ওদন দুয়েতেই কর্মত্বের প্রসঙ্গ এসে যেত। ভোজনক্রিয়াসম্পাদনে কর্তার ঈপ্সিততমত্ব ওদনে হওয়ায় ‘ওদনই’ কর্ম হবে। পয়ঃ অর্থাৎ দুধের দ্বারা গুণসংযোজনমাত্র হয় বলে তাতে করণে তৃতীয়া হবে।

তৃতীয়তঃ, সূত্রে কর্ম পদটি গ্রহণ করা হল কেন ? এই প্রসঙ্গে আচার্য ভট্টোজী দীক্ষিত তাঁর বৃত্তিতে বলেছেন--কর্ম শব্দটি তো পূর্বসূত্র থেকে অনুবৃত্তি দ্বারা লাভ করা যায়, তবে সূত্রে তার পুনরুল্লেখ করা হল কেন ? ----**‘কর্ম’ ইত্যনুবৃত্তৌ পুনঃ কর্মগ্রহণমাধারনিবৃত্ত্যর্থম্। অন্যথা গেহং প্রবিশতি ইত্যত্রৈব স্যাৎ।’’** এর উত্তরে বলা হয়েছে--অনুবৃত্তি যাতে না হয় তার জন্যই সূত্রে পুনরায় কর্ম পদটির উল্লেখ করা হয়েছে। --কারণ অনুবৃত্তির আশ্রয় নিলে শুধু কর্মের নয় যুগপৎ আধারেরও অনুবৃত্তি হয়ে যেত। কারণ, পাণিনির ব্যাকরণে-১। আধারোঽধিকরণম্’(১।৪।৪৫), ২। অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম(১।৪।৪৬), ৩। অভিনিবিশশ্চ(১।৪।৪৭), ৪। উপান্বধ্যাঙ্বসঃ(১।৪।৪৮), ৫। কতুরীপ্সিততমং কর্ম(১।৪।৪৯) এই হল সূত্র রচনার ক্রম। এদের মধ্যে দ্বিতীয় সূত্র থেকে আলোচ্য সূত্রে কর্ম পদটির অনুবৃত্তি সম্ভব। কিন্তু দ্বিতীয়সূত্রটিতে প্রথম সূত্র থেকে ‘আধারঃ’ পদটি অনুবৃত্তি হয়। এবং তৃতীয় ও চতুর্থ

সূত্রে শুধু কর্ম নয় ‘‘আধারঃ কর্ম’’ এইরূপ অনুবৃত্তি হয়ে থাকে। অতএব পঞ্চম অর্থাৎ আলোচ্য সূত্রটিতে যদি অনুবৃত্তি করতে হয়, তবে ‘আধারঃ কর্ম’ এরূপ অনুবৃত্তি করতে হবে। ফলে ‘কতুরীপ্সিততমম্’ এরূপ যদি কর্মলক্ষণ হয় তবে অনুবৃত্তি দ্বারা তার অর্থ হবে কর্তার ঈপ্সিততম আধার যা তা কর্ম। এরূপ অথ্র হলে কর্মলক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ ঘটবে। কর্তার ঈপ্সিততম বস্তুটি যদি আধার হয় তবে সেখানে কর্মত্ব হবে, অন্যত্র নয়। যথা-‘গেহং প্রবিশতি’ । এখানে ‘গেহ’ প্রবেশকর্তার ঈপ্সিততম ও আধার দুইই। অতএব এস্থলে কর্মত্ব হবে। কিন্তু ‘চন্দ্রং পশ্যতি’ এই বাক্যে চন্দ্র দ্রষ্টার আধার নয়, অতএব তা ঈপ্সিততম হলেও কর্ম হবে না। অতএব কর্ম পদের অনুবৃত্তি এখানে অনভিপ্রেত। অনুবৃত্তির ফলে অনথ্রককর ‘আধার’ শব্দটি অনুবৃত্তি হয়ে যাতে কর্মলক্ষনটিকে সংকীর্ণ করতে না পারে , তার জন্যই আলোচ্য সূত্রে ‘কর্ম’ পদটি উক্ত হয়েছে। অনুবৃত্তি বিচ্ছেদ ও আধার নিবৃত্তিই উদ্দেশ্য কর্মগ্রহণের।

.....